দৈনিক সংবাদ

তারিখ 02 MAR 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

শিক্ষক ও শিক্ষা ব্যবস্থা

দীর্ঘদিন পর বেসরকারী শিক্ষক ধর্মঘটের অবসান হল, শিক্ষাব্যবস্থার অচলাবস্থা নিরসন হল। অনেক শিক্ষক আছেন যারা স্বল্প আয়ে পরিজনের মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের সংস্থান করতে পারেন না। যে দেশে শিক্ষকের এরূপ কাঙ্গাল অবস্থা সেদেশের শিক্ষাব্যবস্থা কিরূপ তা সহজেইঅনুমেয়।

আবার, অনেক শিক্ষক শিক্ষকতাকে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করেন। স্কুল পিরিয়ড বাদে সকাল হতে রাত পর্যন্ত তারা 'প্রাইভেট টিউশানি' করেন। এক ব্যাচ যাচ্ছে আর এক ব্যাচ আসছে। প্রতি ব্যাচে ১০/১২ জন কিংবা তারও বেশী ছাত্র পড়াতেও তারা কুণ্ঠাবোধ করেন না। ফলে শিক্ষক কারো প্রতিই মনোযোগ দিতে পারেন না। গৃহ-শিক্ষকের কাছে পড়াটাও আজকাল একটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। অনেক ছাত্রেরই ধারণা, শ্রেণীতে যে শিক্ষকের যে বিষয়, সে বিষয় তার কাছে না পড়লে পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়া যায় না। তাদের এ ধারণা অবশ্য বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত।

স্কুলে লাইব্রেরী রুম হচ্ছে এই শ্রেণীর শিক্ষকদের সারাদিন 'প্রাইভেট টিউশানি'র ক্লান্তি নিরসনের স্থান। আর শ্রেণীকক্ষ হচ্ছে বিজ্ঞাপন গৃহ। অর্থাৎ ছাত্রদের চিত্ত আকর্ষণ করে তার ব্যবসায় অধিকতর সাফল্য অর্জনের চেষ্টা করা। কাজেই ছাত্ররা ঐ শ্রেণীর শিক্ষকের প্রকৃত শিক্ষাদান হতে হয় বঞ্চিত।

অনেক শিক্ষক আছেন যারা এই 'প্রাইভেট টিউশানি'কে রীতিমত ঘৃণা করেন। কাজেই তারা দারিদ্র্যের কষাঘাতে নিষ্পেষিত। কেননা তারা স্কুলে শিক্ষাদানে যে ন্যূনতম পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন তাতে তাদের সংসার চলে না। কাজেই দেখা যাচ্ছে, শিক্ষকসমাজে উচ্চবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত-এ দুই শ্রেণী রয়েছে। একজন উদ্দেশ্যহীন, অন্যের উদ্দেশ্য মহৎ।

সদাশয় কর্তৃপক্ষ যদি শিক্ষকসমাজকে উপযুক্ত পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসার মত জঘন্য মানসিকতা পরিত্যাগ করতে বাধ্য করাতে পারেন তাহলে দেশকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব।

ভাস্কর পোদ্দার
বোয়ালমারী, ফরিদপুর।